আদনান মারুফ

'৮৯ সালে পিসির সাথে পরিচিত হয়ে

কমপিউটারায়নে এবার ভিয়েতনামও অতিক্রম করলো আমাদের

ষাটের দশকে উচ্চশিক্ষা, শিক্ষার মান, শিক্ষার হার, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও সার্বিক শিল্পায়নের দিক থেকে অনেক এগিয়ে ছিলাম আমরা দক্ষিন কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে। যুদ্ধ বিপর্যস্ত ভিয়েতনামের সাথে আমাদের অগ্রগতির কোন তুলনাই ছিলনা সে সময়। অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে কমপিউটার ও প্রযুক্তিতে প্রথমোক্ত দেশগুলো। বাকী ছিল ভিয়েতনাম। তারাও আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলো সম্প্রতি কমপিউটারয়ের দিক থেকে। এখন পরাজয়ের পালা বার্মা, লাওস ও কম্বোডিয়ার কাছে। ভিয়েতনামের গ্রামাঞ্চলে সাইকেলের ঐতিহ্যবাহী ভিড়কে এখন শহরাঞ্চলে অতিক্রম করতে যাচ্ছে কমপিউটার।

ভিয়েতনামের ব্যাংকিং, বাণিজ্য ও টেলি যোগাযোগ সেক্টরে এখন যে উন্নয়নের ও অটোমেশনের জোয়ার লেগেছে তাতে কমপিউটারের বাজার বাড়ছে অবিশ্বাস্য দ্রুত। ডিজিট্যাল কমপিউটার সিস্টেমের নির্বাহী নরিস আই হিকারসন বলেন 'এ বছর মোট পিসির বাজার হচ্ছে ৩০,০০০ এই অঞ্চলের তুলনায় এটি অনেক কম, কারণ ইন্দোনেশিয়ার এ বছরের বাজার পরিমাণ হচ্ছে ২৫০,০০০ পিসি।'

এসার দক্ষিণ এশিয়া প্রধান ইয়র্ক চেন বলেন 'এই অঞ্চলের তৈরী পিসি বাজারের চেয়ে ভিয়েতনামের বাজার বৃদ্ধির হার অনেক বেশী।'

সবে মাত্র ১৯৮৯ সালের শেষের দিকে ভিয়েতনাম আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হয়, যখন সরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পিসি বসানো হয়। এরপর একটি যৌথ কমপিউটার সংযোজন প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত হয় জেন প্যাসিফিক ও বুল কমপিউটারের উদ্যোগে। পূর্বতন কমিউনিষ্ট জোটের দেশসমূহের বাণিজ্য গোষ্ঠি কমেকনের জন্য সামান্য কিছু পিসি তৈরী হতো এই প্রকল্পের আওতায়।

বার্ষিক কয়েকশ' পিসি বিক্রীর হার থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গত বছর ১৯৯৩ সালে হঠাৎ করে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০,০০০-এ। পুরাতন মার্কিন ও জাপানী পিসিগুলোকে এশিয়ার বিভিন্ন ছোট কোম্পানী নতুন করে সংযোজিত করে বিক্রী করে সেখানে। এগুলোর দাম ছিল বেশ কম।

এ বছরের ফেব্রুয়ারীতে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে মার্কিন বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে বিশ্বের প্রধান কমপিউটার কোম্পানীগুলো ভিয়েতনামে প্রবেশ শুরু করে। হ্যানয়ের ইন্‌স্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজীর পরিচালক প্রফেসর ব্যাচ হুং খাং-কে সরকারী খাতের কমপিউটারায়নের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

গত তিন বছরে বিশ্বের অসংখ্য কমপিউটার কোম্পানীর সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন 'সবচেয়ে একাগ্র, উন্মুখ ও চমকপ্রদ কোম্পানীসমূহ কিন্তু সুবৃহৎ কোম্পানীগুলোর একটিও নয়।' প্রফেসর খাং-এর দরজায় টোকা মারে এমন অনেক কোম্পানী রয়েছে যাদের মোট সম্পদের মূল্য ভিয়েতনামের বার্ষিক মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) চেয়েও বেশী।

ভিয়েতনামের কমপিউটার বিজ্ঞানী পাজন ভিনহ ডিমুর নেতৃত্বে সরকার এখন একটা বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন করেছে যারা কমপিউটারের ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা তৈরীতে ব্যস্ত রয়েছে এখন। এই নীতিমালা হবে বাস্তবধর্মী ও এর আওতা হবে ব্যাপক। তারা প্রাথমিকভাবে এখন গুরুত্ব দিচ্ছে কমপিউটারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং ভিয়েতনামের প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়্যার তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণের ওপর।

তারা চাচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে বেসরকারী খাতের প্রভাবকে বাড়িয়ে ভিয়েতনামের সমাজে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে। সেই নীতিমালায় বলা হয়েছে সমাজের প্রতিটি স্তরে তথ্য ও দক্ষতাকে উদারভাবে ছড়িয়ে দিতে। পিসি ও নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিতরণের ফলে প্রাইভেট সেক্টর বিশাল তথ্য ভান্ডারকে কাজে লাগাতে পারবে। দেশের সার্বিক অগ্রগতির ধারাকে শানিত করবে এই আধুনিক ব্যবস্থা।

যেহেতু ১০ বছর আগের কমপিউটার সিস্টেমের উপস্থিতি নেই ভিয়েতনামে তাই সর্বশেষ উচ্চতর কমপিউটার প্রযুক্তিতে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে ভিয়েতনাম এখন। সেখানে মেইনফ্রেম কমপিউটারের আধিক্য বা প্রভাব থাকবেনা কখনোই। সেটা হবে পিসির বাজার। ভিয়েতনামে অনেক তরুন কমপিউটার প্রতিভা রয়েছে যাদেরকে এখন পরিমার্জিত করতে হবে। অনেক ভালো প্রোগ্রামার এখন অনেক কয়েকটি পিসি ভিত্তিক ভাষায় কাজ করছে।

এ বছরের জুন মাসে ভিয়েতনামের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষণা করে যে বছরের শেষ নাগাদ দেশের প্রধান নগরীর ব্যাংকসমূহে এটিএম (অটোমেটিক টেলার মেশিন) বসানো হবে। বেশ কয়েকটি বড় কোম্পানী টেন্ডার জমা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করে যে এজন্য আরো প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশা ও সামর্থের মধ্যে কিছুটা শূন্যতা রয়েছে। তারা কি চায় এবং সে জন্য কি করা দরকার সেটি আরো যত্ন সহকারে পর্য্যালোচনা করছে মূখ্য কমপিউটার নীতি নির্ধারকরা নতুন করে এটিএম প্রকল্প রহিত জনিত শিক্ষা থেকে। ইউনিসিস কোম্পানীর দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দোচায়না প্রধান রজার ষ্টোন বলেন 'আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ভিয়েতনামীরা কমপিউটারায়নে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করবে। ✿

'পোরা'ঃ বিশ্ব দাবা

(৫৩ নং পৃষ্ঠার পর)

অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তার সঙ্গ দেবে। '৮৯ সাল নাগাদ সেমোল ৩০ লক্ষেরও অধিক কমপিউটার দাবা বিক্রি করেন। 'চ্যালেঞ্জার-১' অভাবনীয় সাফল্য এনে দেয় তার ফিডেলিটি ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসায় বাণিজ্যিক কমপিউটার দাবায় ক্রেতার মনোরঞ্জনের জন্য নানা ধরনের এনিমেশনের সাহায্যে খেলাটি উপস্থাপন করা হয়। 'কাসপরাভ'স গ্যামবিট' এক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'কমপিউটার দাবা প্রোগ্রাম'। এতে সোকরে-টু-ইঞ্জিনের সাহায্যে দাবা খেলা চালানো হয়। গ্যামবিটে খেলার বিভিন্ন চাল পরিসংখ্যানসহ প্রাণবন্তভাবে কমপিউটার স্ক্রীণে ফুটে উঠে এই প্রোগ্রামের মূল আকর্ষণীয় দিকটি হলো খেলার বিভিন্ন পর্যায়ে গ্যারী কাসপরাভের কন্ঠে মন্তব্য শোনা। আপনি হয়ত অন্যমনস্কভাবে একটি মারাত্মক ভুল চাল দিয়ে বসলেন, কাসপরাভ তখনই আপনাকে সেই চালের কথা জানাবেন এবং পরবর্তীতে সতর্ক থাকতে বলবেন। যারা অত্যাধুনিক টেকনিক্যাল সুবিধা, অধিক পরিসংখ্যান ও খেলার সন্তোষজনক উপস্থাপনের প্রতি অধিক আগ্রহী তাদের জন্য নিঃসন্দেহে কাসপরাভ'স গ্যামবিট সবচেয়ে উপযুক্ত পি.সি. প্রোগ্রাম। এই ধরনের প্রোগ্রামের খেলার মান কিছুটা নীচু হলেও মধ্যম সারির যে কোন দাবাড়ুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে তা যথেষ্ট। বাণিজ্যিক কমপিউটার দাবার বর্ত...ন রেটিং বৃদ্ধির হার, অর্থাৎ প্রতি আট বছরে ৪১৬ ই. এল. ও. বজায় থাকলে পরবর্তী আট বছরে এটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মানের দাবা খেলতে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশে কমপিউটার প্রযুক্তির বর্তমান অবস্থান হতাশা ব্যঞ্জক হলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক ভিত্তিতে কমপিউটারায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক কমপিউটার দাবা এ ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে- সন্দেহ নেই। অনেকেই ডিশ দেখে অবসর কটানোর চেয়ে উৎসাহ পাবে কাসপারভ'র গ্যামবিটে একদান দাবা খেলতে। ভিডিও গেমস্ ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর পাশাপাশি স্থান করে নেবে কমপিউটার-দাবা। কমপিউটারের জয় নিশ্চিততর করতে আইবিএম '৯৫ সাল নাগাদ 'ডিপব্লু' তৈরিতে হাত দিয়েছে। 'ডিপব্লু'তে ১০২৪টি প্রসেসরের সমন্বয় ঘটবে। এছাড়া এটি প্রতি সেকেন্ডে চালের এক বিলিয়ন অবস্থান বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে বলে প্রোগ্রামারদের ধারণা। এছাড়া ইন্টেলের পেন্টিয়াম প্রসেসর ভিত্তিক সফটওয়্যার 'ফ্রিথজ-২' এর উন্নততর সংস্করণ এ বছরের শেষ দিকে 'ফ্রিথজ-৩' নামে বের হবার সম্ভাবনা রয়েছে এই শক্তিশালী দাবা প্রোগ্রামটি তৈরিতে শত শত পেন্টিয়াম প্রসেসর তাদের মাধ্যমে সংযুক্ত করার ব্যাপারে গবেষণা চলছে। ক্যাসপারভের জন্য 'ফ্রিথজ-৩' কিংবা 'ডিপব্লু' যে যথেষ্ট ভীতিকর হবে- সন্দেহ নেই। যদিও কমপিউটারের এই যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তা ৯৯.৯৯ শতাংশ সাফল্য পেলেও এর একশত ভাগ সাফল্যের ব্যাপারে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন। তারা 'পোরা'র সাফল্যকে আকস্মিক অর্জন বলে চিহ্নিত করতে চান। যাহোক এসবই বিতর্কের কথা। আমরা চেয়ে আছি ভবিষ্যতের দিকে। তবে কমপিউটার দাবার সাফল্যজনক উত্থান মানব বুদ্ধিমত্তার পরাজয় নয় বরং অত্যাধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর গতিশীলতার যুগে এটি আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াকেই নির্দেশ করে। গ্যালাক্সী ওয়ানের কমপিউটার মাষ্টার সিডিসি-র মত হয়ত নিকট কোন ভবিষ্যতে আমাদের সবুজ পৃথিবীর জন্যও থাকবে একটি কমপিউটার মাষ্টার যার বুদ্ধিমত্তা আমাদের বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সহায়ক শক্তি হিসেবে মানব মঙ্গলে নিয়োজিত থাকবে। ✿